8

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 MAY 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

পটুয়াখালী কৃষি কলেজে সংঘর্ষ ॥ আহত ২০ গ্রেফতার ৩৫

বরিশাল অফিস ও মীর্জাগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ পটুয়াখালীর (দুমকি) সরকারী কৃষি কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাস ত্যাগের নির্দেশ দানের পর গতকাল একমাত্র পরীক্ষার্থী ছাড়া অন্য সকলে ছাত্রাবাস ত্যাগ করে। সোমবার রাতে ছাত্রদলের এক কর্মীর সহিত ছাত্র ইউনিয়নের এক কর্মীর সামান্য ঘটনা লইয়া

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

পটুয়াখালী কৃষি কলেজ

(প্রথম পৃ: পর)

তর্কাতর্কি ও হাতাহাতি হয়। ছাত্রদল কর্মী ঐ রাতেই হোষ্টেল ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইয়া তাহাদের দলীয় কর্মী জড়ো করিয়া ছাত্রাবাসে প্রবেশ করে। ছাত্রদলের সাথে ছাত্রাবাসের শিবির কর্মীরা ও ছাত্র ইউনিয়নের সাথে ছাত্রলীগ (ম-ই) সহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা যোগ দেয়। ২/৩ ঘন্টা উভয়পক্ষে বোমাবাজি, গোলাগুলী ও সংঘর্ষ চলার পর এক পর্যায় ছাত্রদল ও তাহাদের সহযোগীরা ছাত্রাবাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই সুযোগে ছাত্রলীগ ও সহযোগীরা অপরপক্ষের ১৬টি কক্ষের মালামালে অগ্নিসংযোগ করে। রাত আনুমানিক ৪টায় দুমকি থানার পুলিশ ছাত্রাবাস ঘেরাও করিয়া ১টি পাইপগান, ৮টি চাইনীজ কুড়াল ও বিভিন্ন ধরনের ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে। ছাত্রাবাস হইতে ৩৫ জনকে গ্রেফতার করিয়া গতকাল ভোরে পটুয়াখালী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে পাঠানো হয়। ইহাদের বেশীর ভাগ ছাত্রলীগ কর্মী। আদালত তাহাদের জেল হাজতে পাঠান। সংঘর্ষে উভয়পক্ষে কমপক্ষে ২০ জন আহত হইয়াছে। সকালে পটুয়াখালী এ,এস,পি'র নেতৃত্বে অতিরিক্ত পুলিশ ক্যাম্পাসে পাঠানো হইয়াছে। বরিশাল জেলা ছাত্রলীগ এক বিবৃতিতে বলিয়াছে, ছাত্রদলের ইঙ্গিতে তাহাদের কর্মীদের উপর পুলিশ হামলা চালায় এবং অত্যাচার করে।